NOV. 27 2001

ভোরের কাগজ

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণে পড়তে যাচ্ছে উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা

বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে অধিভুক্তি বাতিল করায় পেছনে হাঁটলো স্নাতকোত্তর শিক্ষা

ইমরান আলম : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তি বাতিল করায় দেশের উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা আবারো দীর্ঘসূত্রতার বেড়াজালে আটকা পড়তে যাচ্ছে। এর ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরায় ত্রিমুখী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের কবলে পড়বে। বস্তুত সরকারের কতিপয় আমলা ও হাসপাতালের এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী কর্মচারীর অপতৎপরতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার উৎকর্ষ সাধন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন শাখায় গবেষণা অনিশ্চয়তার মুখে পড়লো।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, দেশের চিকিৎসক সমাজ এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল হিসেবে '৯৮ সালের এপ্রিলে তৎকালীন আইপিজিএমআরকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেওয়া হয়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রাথমিকভাবে দেশের স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে দেশের সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণে পড়তে যাচ্ছে উচ্চতর

● প্রথম পাতার পর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

বর্তমানে দেশের সরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোর্স কারিকুলাম তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল। একাডেমিক কারিকুলাম, পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। এ ত্রিমুখী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে দেশের চিকিৎসা শিক্ষা কাঠামোয় অসামঞ্জস্য বিদ্যমান।

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে একক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে বিরাজমান অসামঞ্জস্যগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করা হয়। অতঃপর উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্নাতকোত্তর কোর্স কারিকুলাম আধুনিকায়ন করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সংযোজিত হয় রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম, নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষার শেষ দিনই ফল প্রকাশ করার বিধান চালু করা হয়।

অথচ আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত কোর্স কারিকুলামের মধ্যে অমিল ছিল। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে ছিল দীর্ঘসূত্রতা এবং অনিশ্চিত বিষয়। এ ছাড়া কোর্স কারিকুলামও ছিল পশ্চাৎপদ। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি বাতিলের সাম্প্রতিক সরকারি আদেশ স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবারো পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

এদিকে বিএনপি সমর্থিত চিকিৎসক সংগঠন ড্যাব এবং ছাত্রদলের বাধার মুখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স পরীক্ষার ভর্তি ফরম বিতরণ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে আগামী ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় ভর্তি পরীক্ষাটিও অনিশ্চিত হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পুনরায় আইপিজিএমআর-এ রূপান্তরের পিছনে সক্রিয় রয়েছ সরকারের কতিপয় আমলা এবং হাসপাতালের এক শ্রেণীর কর্মচারী। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটিকে আবারো সরকারিকরণ করা হলে আমলা ও কর্মচারীরা তাদের হারানো কর্তৃত্ব পুনরায় ফিরে পাবে। ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে জিম্মি করে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বিএমএর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. কামরুল হাসান খান ভোরের কাগজকে বলেন, আইপিজিএমআর-এ রেফারেন্স ছাড়া কোনো রোগী দেখা হতো না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ১০ টাকা ফি দিয়ে যে কোনো দিন সরকারি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা গ্রহণ করা যায়। এ কারণে গত ৩ বছরে বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩ গুণ। এ ছাড়া প্রায় প্রতিটি বিভাগে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্রুততার সঙ্গে সংগ্রহ করে নির্ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেডিওলজি বিভাগে এম আর আই এবং সিটিস্ক্যানের মতো অত্যাধুনিক রোগ নির্ণয় পরীক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলোর খরচ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় অর্ধেক। এ ছাড়া প্যাকেজের মাধ্যমে যে সব অপারেশন করা হচ্ছে তার খরচ বাইরের তুলনায় ক্ষেত্র বিশেষে এক-তৃতীয়াংশ।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকেই এক শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী রাজনৈতিক মদদপুষ্ট হয়ে এর বিরোধিতা করে আসছে। '৯৮ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিবের স্বাক্ষরিত এক আদেশে সরকারি কর্মচারীদের সকল সুযোগ-সুবিধার দাবি মেনে নেওয়া হয়। তারপরও স্বায়ত্তশাসনের এ বিরোধিতা সত্যিই দুঃখজনক।